দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... AUG. 7 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

৪০

বিসিএস পরীক্ষায় ন

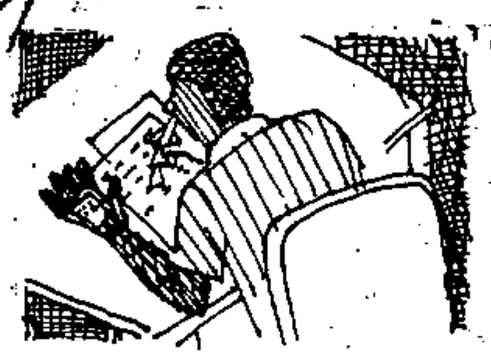

পরীক্ষায় নকলের ব্যাপা
পরিবারের 'বিবেক' নামক
নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আজ থেকে
আগেও যে বিভিন্ন স্তরের পরী কিছু কিছু নকল হতো না, তা নয়। কিন্তু সে সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। আর তখন নকলের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল শিক্ষক ও অভিভাবক শ্রেণীতো বটেই, সাধারণ ছাত্রসমাজও। পরীক্ষার হলে এ নিকৃষ্ট কাজটিকে সকলেই ঘৃণার চোখে দেখত।

এখন ব্যাপারটি আর গোপনে ঘটে না; প্রায় প্রকাশ্যেই হয়। নকল করা এখন যেন ছাত্রছাত্রীদের দাবিতে পরিণত হয়েছে। নকল করতে না দিলে সেখানে ঘটে যায় লঙ্কাকাণ্ড। ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ ও শিক্ষক চরম হুমকির সম্মুখীন হন। বেশিরভাগেরই কপালে জোটে নকলবাজদের অথবা তাদের সহায়তাকারী মস্তানদের লাঞ্ছনা। শারীরিক হামলার শিকার হন তাঁরা। গত দু'দশকে আরেকটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে নকলের ক্ষেত্রে। তা হচ্ছে— নকলে শিক্ষক ও অভিভাবকদের সহায়তাদান। সমাজ কোন্ অন্ধকারে নিপতিত হয়েছে, বিবেক ও মূল্যবোধের যে কী নিদারুণ অবক্ষয় হয়েছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অনেকেই এখন এটাকে সমাজদেহের ক্যান্সারের সাথে তুলনা করেন। এভাবে দেশের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হতে চলেছে।

এ প্রেক্ষাপটে গত বৃহস্পতিবার জনকণ্ঠে 'অসদুপায় অবলম্বন ॥ বিসিএস পরীক্ষায় ৫ জনকে অযোগ্য ঘোষণা' শিরোনামে তথ্য বিবরণীর বরাত দিয়ে প্রকাশিত সংবাদটি পর্যালোচনা করা যাক। এক সংবাদে বলা হয়, ২০তম বিসিএস পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করায় কয়েকজন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিলসহ তাদের ১৯৯৯ সালে কমিশন কর্তৃক অনুষ্ঠিতব্য যেকোন পরীক্ষার জন্য এবং ঐ সময়ের মধ্যে কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপিত যেকোন পদে আবেদন করার অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। খবরটি ছোট। কিন্তু এর গুরুত্ব অপরিসীম। তাহলে কি নকল সর্বজনীন হয়ে গেল? পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা পিএসসি-এর অধীনে বিসিএস (বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ফল প্রকাশের পর এরা বিভিন্ন ক্যাডারে ভাগ হয়ে যায়। যেমন বিসিএস (প্রশাসন), বিসিএস (মৎস্য), ইত্যাদি। প্রশাসনের ক্ষেত্রে এটা সর্বোচ্চ সম্মানীয় পরীক্ষা। এরাই তো মূলত দেশের প্রশাসন চালায়। যদিও এঁদের মধ্যে বিভিন্ন ক্যাডার নিয়ে দ্বন্দ্ব আছে, তবুও এদের প্রশাসনিক মর্যাদা সর্বোচ্চ। সেখানে 'অসদুপায় অবলম্বন', সোজা কথায় নকলের জন্য পরীক্ষা বাতিল এটা একটা জাতীয় লজ্জা! দীর্ঘকাল ধরে এ সার্ভিসের ক্যাডারে-ক্যাডারে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। তা সত্ত্বেও তাদের গুরুত্ব এতটুকুও কমেনি। কিন্তু আজ কি ঘটল? এ-ঘটনা কি নতুন করে জাতির ললাটে কলঙ্ক লেপন করে দিলনা? এ-প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? দেশের যারা ভবিষ্যত, তারাই যদি এমনি আচরণ করে, তাহলে আর বলার কিছু থাকে না। পাকিস্তান আমলে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাস করে অথবা অত্যন্ত ভাল ফল করে দেশের প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে উঠে যেতেন সিএসপিরা। তাঁদের সামাজিক মর্যাদা ছিল বিরাট। তখন এ চরম সামাজিক অবক্ষয় ঘটেনি।

উল্লেখ্য, এবারে বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা দিয়েছে ২৫ হাজার। এবারে ১৪শ' প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার জন্য এ-পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। লক্ষাধিক প্রার্থী এ পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য আবেদন করেছিল। এদের অধিকাংশই মাস্টার ডিগ্রীধারী। এদের মধ্যে বেশ কয়েক হাজার গ্র্যাজুয়েটও ছিল। তার মধ্যে থেকে প্রায় ৮০ হাজার প্রার্থীকে প্রিলিমিনারি ২০তম বিসিএস পরীক্ষায় আহ্বান করা হয়। পরীক্ষায় পাস করেছে ২৫ হাজারের মতো। এদেরই লিখিত পরীক্ষার রেজাল্ট অক্টোবর নাগাদ প্রকাশিত হতে পারে। চূড়ান্ত ভাইভা (মৌখিক) পরীক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এ বছরের শেষার্ধে, নবেম্বর অথবা ডিসেম্বর মাসে। তারপরই নিয়োগের পালা। সম্ভবত আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস নাগাদ নিয়োগ দেয়া হবে। কিন্তু পুরো প্রক্রিয়াটি যদি নকলের মধ্য দিয়ে যেতে দেয়া হয়, তাহলে তার পরিণতি কি দাঁড়াবে? কারা নিয়োজিত হবে আমাদের প্রশাসনে? প্রশাসন কিভাবে দক্ষ এবং গতিশীল হবে?

এ ব্যাপারে আমাদের অভিমত হচ্ছে, কোন চাপের মুখে অথবা তদ্বিরের কারণে অথবা কোন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর অন্যায় আবদারের কারণে যেন সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পরীক্ষা বাতিলসহ প্রদত্ত শাস্তি তুলে নেয়া অথবা হ্রাস করা নাহয়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আশকারা পেতে পেতে সবকিছুই যেন কেমন গা-সওয়া হয়ে পড়েছে। এ ক্ষেত্রে তাই কোন শৈথিল্যের অবকাশ নেই। এখানে হাকিম নড়লেও যেন হুকুম না-নড়ে।